দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 10 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে ইউট্যাবের উদ্বেগ

স্টাফ রিপোর্টার

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে 'ইউনিভার্সিটি টিচার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ইউট্যাব)। গতকাল (সোমবার) এক বিবৃতিতে শিক্ষকরা বলেন, 'দেশের বর্তমান সংকট রাজনৈতিক কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এর মূলে রয়েছে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির প্রায় ভোটারবিহীন নির্বাচন। বিরোধী জোটের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা বিশেষ করে গাজীপুর এবং ৫ জানুয়ারির ঢাকার জনসভা করতে না দিয়ে সরকার যে অগণতান্ত্রিক আচরণের পরিচয় দিয়েছে তা কারো কাম্য ছিল

পৃঃ ১২ ক ঃ ৬

শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে ইউট্যাবের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

না। সরকারের এমন অসহিষ্ণু আচরণের ফলে বিরোধী জোট বিগত ৬ থ
থেকে টানা অবরোধ এবং হরতাল কর্মসূচি পালন করছে, যাতে দেশে
কার্যক্রম মারাত্মভাবে ব্যাহত হচ্ছে।'

'মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাঙ্গনে সকল ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিত করেনি। আমরা মনে করি, একটি ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে সহাবস্থানসহ সবার মতামত প্রকাশের যে গণতান্ত্রিক দাবি করেছে তা যৌক্তিক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সরকারের উচিত সকল ছাত্র সংগঠনের ক্যাম্পাসে সহাবস্থান নিশ্চিত করা এবং সকল ছাত্রের শিক্ষা কার্যক্রমে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া ও সকল ছাত্র সংগঠনের মত প্রকাশের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।' 'আমরা মনে করি, হরতাল-অবরোধের পাশাপাশি ছাত্র সংগঠনের ডাকা অনির্দিষ্টকালের ছাত্র ধর্মঘট শিক্ষা কার্যক্রমকে চরমভাবে ব্যাহত করবে।

তাছাড়া বর্তমানের ভীতিকর ও নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ছাত্র-শিক্ষকের ক্লাসে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে যা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। আমরা মনে করি, বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষক কারো ক্লাসে অংশগ্রহণ নিরাপদ নয়। কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে সকল দলের সাথে সমঝোতায় পৌঁছে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেশ ও জাতিকে মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছি।' বিবৃতিদাতা শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন, ইউট্যাবের সভাপতি প্রফেসর ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার এবং মহাসচিব প্রফেসর তাহমিনা আখতার, প্রফেসর ড. আব্দুল আজিজ, প্রফেসর এম ফরিদ আহমেদ, প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান প্রমুখ।